১২-০৭-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান রত্নের আদান - প্রদান করে তোমাদের জ্ঞানের দ্বারা একে অপরের পালনা করতে হবে, নিজেদের মধ্যে খুব ভালোবেসে থাকতে হবে"

প্রশ্ন : - অসুখ বা যে কোনো কর্মভোগের সময় কোন্ আধারে অপার খুশীতে থাকতে পারো ?

উত্তর : - বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস করো । কোনো কর্মভোগ বা যদি রোগগ্রস্ত হও, তাহলে নিজের সঙ্গে কথা বলো --- এখন আমরা ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পন্ন করেছি, এই শরীর হলো পুরানো জুতোর মতো । এই পুরানো হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে । তখন আমরা ২১ জন্মের জন্য সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পাবো । কোনো রোগ যদি দূর হয় তাহলে তো খুশী আসে, তাই না ।

গীত : - মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা...

ওম শান্তি । এ হলো মায়েদের মহিমা, বন্দে মাতরম্ । হে মাতা, তোমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকে সকলের পালনা করো । তোমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে জ্ঞান রত্নের সম্পদ পাও অথবা জ্ঞান অমৃতের কলস থেকে তোমাদের পালনা হয় । বাস্তবে মহিমা হলো শিববাবার, তিনিই করণকরাওনহার । মাতা হলেন জগদম্বা । অবশ্যই আরো অনেক মাতা থাকবেন, যে কারণে এই মায়েদের মহিমা । মাতা খুবই ভালো পালনা করেন । শিববাবার যজ্ঞে যারা থাকে তাদের স্থূল ভাবে পালনা হয় আর এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা সকলের পালনা হয় । এই পালনা করেন বেশীরভাগ মায়েরাই । অনেক ভাইও আছেন, যারা বোনেদের পালনা করেন । এমন নয় যে কেবল বোনরাই ভাইয়েদের পালনা করেন । উভয়েই জ্ঞান রত্নের আদান - প্রদানে একে অপরের পালনা করেন ---ভাই বোনের এবং বোন ভাইয়ের । বাচ্চাদের একে অপরের সঙ্গে ভালোবেসে থাকতে হবে । এই দুনিয়ায় একে অপরকে তো বিকারই দেয়, তাই একে অপরের শত্রু হয়ে যায় । বাবা তোমাদের এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের সম্পদ দেন । ওরা তো যেন পাথর মারে, কেননা ওরা হলোই পাথর বুদ্ধির । এমন নয় যে তারা সত্যিই পাথর মারে, এ তো বোঝানোর জন্য । তোমরা হলে ভাই - বোন --ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । তোমাদের নামও অনেক গুরুত্বপূর্ণ । ব্রহ্মাকুমারী থাকলে কুমারও অবশ্যই আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকলে অবশ্যই ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরাও থাকবে । বোর্ডের লেখা পড়ে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরাই হবে । এ কথা বুদ্ধির দ্বারাই অনুমান করতে হয় ।

গানে মহিমা হলো মায়েদের । জগদম্বা সরস্বতী যখন বলা হয়, তখন অবশ্যই তাঁর ছেলেমেয়েরা থাকবে । অবশ্যই তাঁর পরিবার থাকবে । এও বোঝার মতো কথা । বুঝতেও পারে যে -- প্রজাপিতা লেখা আছে । ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা । ইনি হলেন সাকারী সৃষ্টির পিতা । এ কথা গায়ন আছে যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়েছিলো । আদি সনাতনরা প্রথমে ব্রাহ্মণ হয়ে যায় । বাস্তবে আদি - সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলা ভুল । সে তো হলো সত্যযুগের ধর্ম । এখানে আদি সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে । পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণের রচনা করেন । তাই এই সঙ্গম যুগ হয়ে গেলো দেবী - দেবতা ধর্মের থেকেও উঁচু । প্রথমে এই ব্রাহ্মণ ধর্ম, যাকে টিকি বলা হয় । একে বলা হবে সঙ্গম যুগী আদি সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্ম ।

বোঝানোর জন্য এ কতো সুন্দর কথা । বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রথমে যখন কেউ আসে, তো তাকে বাবার পরিচয় দাও । এই হলো মুখ্য । ব্রাহ্মণদের তো কোনো রাজধানী নেই । লেখা হয় যে -- সত্যযুগী দৈব সার্বভৌম রাজ্য -- তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার । দেবী -দেবতা ধর্ম তো বরাবরই আছে কিন্তু তাঁরা এই রাজধানী কখন এবং কিভাবে পায়, এও বোঝাতে হয় তাই ত্রিমূর্তির চিত্র অবশ্যই সামনে রাখতে হবে । এতে লেখা থাকবে -- স্বর্গের বাদশাহী তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । কার দ্বারা ? এও তোমাদের লিখতে হবে । এই বোর্ড তৈরী করে প্রত্যেকেই নিজের ঘরে লাগাও । যেমন গভর্নমেন্ট অফিসার্সদের বোর্ড হয়, তেমন । কারোর কাছে আবার ব্যাজ থাকে । সকলেরই নিজেদের চিহ্ন থাকে । তোমাদেরও চিহ্ন থাকা উচিত । বাবা তো নির্দেশ দেন, তা কাজে আনা বাচ্চাদের কাজ । বিহঙ্গ মার্গের সেবা করতে হবে । এ হলো খুবই মুখ্য বিষয় । ডাক্তার, ব্যারিস্টার সকলেরই তো ঘরে বোর্ড লাগানো থাকে, তাই না । তোমাদেরও যেন বোর্ড লাগানো থাকে -----এসে বোঝো যে, শিববাবার থেকে ব্রহ্মার দ্বারা কিভাবে স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া যায় ? বাবা নির্দেশ দেন, যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে । তারা ভিতরে আসবে বোঝার জন্য । ফ্ল্যাটের বাইরেও বোর্ড লাগাতে পারো । যার যে কাজ তেমন বোর্ড লাগানো উচিত । একজন আর একজনের থেকে শেখা উচিত কিন্তু বাচ্চাদের উপর মায়ার প্রচুর আঘাত হয়, তাদের নিশ্চয়তা নেই যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি । ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন নতুন দুনিয়া, স্বর্গের জন্য আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । এ কথা স্মরণে থাকে স্মরণে থাকে না । বাবা বলেন, যদিও কর্ম করো, কিন্তু যত সময় পাও বাবাকে স্মরণ করো । তোমরা ঢাক পেটাতে থাকো যে, এ সকলেরই অন্তিম জন্ম । এই মৃত্যুলোকে আবার পুনর্জন্ম নেবে না । তোমরাও জানো যে এই মৃত্যুলোক এখন শেষ হয়ে যাবে । প্রথমে নির্বাণধামে যেতে হবে । এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলা উচিত, একেই বিচার সাগর মন্থন বলা হয় । বাবা বলেন যে, তোমরা হলে কর্মযোগী । তোমাদের কি কচ্ছপের মতো বুদ্ধিও নেই । সেও শরীর নির্বাহের জন্য ঘাস ইত্যাদি খেয়েও আবার কর্মেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে শান্ত হয়ে বসে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের তো বাবার স্মরণে থাকতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, নিজেকে মাস্টার বীজরূপ মনে করতে হবে । এই বীজেই আছে ঝাড়ের সমস্ত জ্ঞান, এর উৎপত্তি এবং পালনা কিভাবে হয়, এই ড্রামায় ৮৪ র চক্র কিভাবে ঘোরে ? ৮৪ র চক্রের জন্য এই চক্রের চিত্র বানানো হয় । মানুষ মনে করে যে আত্মা ৮৪ লাখ যোনিতে যায় কিন্তু বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, তোমরা কেবল ৮৪ জন্মই নাও । যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের হয় অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে তাঁদেরই ৮৪ জন্ম হয় । তোমরা এই ৮৪ জন্মকে জানো । ব্রহ্মার রাত এবং ব্রহ্মার দিন বলা হয়, এতেই ৮৪ জন্ম এসে যায় । ত্রিমূর্তির বোর্ড বানিয়ে লেখা উচিত ---এ হলো ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার, তোমাদের নিতে হলে নাও । এখন নয় তো কখনো নয় । এই মহাভারতের লড়াইয়ের আগে পুরুষার্থ করতে হবে ।

রাম (শিব) কি দেন আর রাবণ কি দেয় ? --- এ তোমরাই জানো । অর্ধেক কল্প হলো রাম রাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য । এমন নয় যে পরমাত্মাই দুঃখ দেন । দুঃখ দেয় তো পাঁচ বিকার রূপী রাবণ যেই আমাদের বিকারী বানায় । বাচ্চাদের বিভিন্ন ভাবে রোজ বোঝানো হয়, তাই তোমাদের তো খুশীতে থাকা উচিত, তাই না । তোমরা জানো যে শিববাবা তোমাদের রোজ পড়ান । এমন নয় যে সাকারকে স্মরণ করতে হবে । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের সহজ রাজযোগ শেখান । শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরেই আসেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর কাউকেই বলা যাবে না । ব্রাহ্মণও অবশ্যই প্রয়োজন । গায়ন আছে যে -- সেকেণ্ডেই মুক্তি - জীবনমুক্তির বার্সা বা রাজ্য - ভাগ্য

নাও । বাচ্চারা বলে যে, আমরা শিববাবার সন্তান । তিনি অবশ্যই এই স্বর্গের রচয়িতা তাহলে অবশ্যই আমাদের স্বর্গের রাজত্ব দেবেন । বাবা কতো আশ্চর্যের । জনক এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন – – এমন গায়নও আছে । তোমরা জানো যে, এখন আমরা শিববাবার হয়েছি । তাই অবশ্যই শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাচ্চারা যখন কোনো ধর্মগ্রহণ করে তখন তারা জানে যে, আগে আমরা অমুকের সন্তান ছিলাম, এখন অমুকের হয়েছি, আগের থেকে মন সরে যাবে আর নতুনের সঙ্গে মন জুড়ে যাবে । আমরা এখানেও সেই একই কথা বলবো যে, আমরা শিববাবার দত্তক সন্তান তাহলে সেই লৌকিক বাবাকে স্মরণ করলে কি লাভ ? অতি প্রিয় বাবা তোমাদের এতো বড় সম্পত্তি দেন । বাবাও তো পরিশ্রম করে বাচ্চাদের যোগ্য করেন, তাই না । এমন বাবাকে তোমরা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও । আর সকলেই তো তোমাদের দুঃখ দেবে, তবুও তোমরা তাদের মনে করো, আর আমি তোমাদের বাবা, আমাকে তোমরা ভুলে যাও । তোমরা নিজের ঘরেই থাকো কিন্তু বাবাকে স্মরণ করো । এতেই পরিশ্রমের প্রয়োজন । তোমরা কেবল আমার হয়ে থাকো । নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো । এ তো সম্পূর্ণ কবরস্থান হয়ে যাবে । তোমরা আমার হয়েছো মানেই ধরে নাও এই বিশ্বের মালিক হয়েছো । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার হয়েছি, এরপর ভবিষ্যতে আমরা স্বর্গের মালিক হবো । তাই তোমাদের খুশীর পারদ চড়া উচিত ।

তোমরা এও জানো যে, এই শরীর পুরানো । কর্মভোগ তো করতেই হয় । মাম্মা – বাবাও খুশীর সঙ্গে কর্ম ভোগ করতেন । এরপর ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের সুখ কতো বড় । এ তো পুরানো জুতোর তুল্য । কোনো অসুখ যখন সেরে যায়, তখন তো কতো খুশী হয় মানুষ । কোনো বিপদ এসে তা আবার কেটে গেলেও মানুষ কতো খুশী হয় । তোমরাও জানো যে এখন জন্ম জন্মান্তরের জন্য বিপদ দূর হয়ে যাবে । এখন আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি । এ হলো বিচার সাগর মন্থন করে পয়েন্টস বের করা । বাবা তো রায় দিয়েই দেন যে এমন ভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলো । আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবার কাছে যাচ্ছি, আবারও বাবার আশীর্বাদী বর্সা পাবো । তোমরা সাক্ষাৎকারও করো । এই সময় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে হয় যেমন মাম্মার কোনো সাক্ষাৎকার হয় নি কিন্তু বাবার হয়েছিলো । বাবার বিনাশ এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকার হয়েছিলো । এনার সঠিক ভাবে ভবিষ্যতের সাক্ষাৎকার হয়েছিলো কিন্তু তিনি প্রথমে বুঝতে পারেন নি যে আমিই বিষ্ণু হবো । পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি এই বিকারী গৃহস্থ ধর্ম থেকে নির্বিকারী গৃহস্থ ধর্মে যাচ্ছি, তত্বম্ অর্থাৎ আমিই সেই । তোমরাও বাবার এই পড়া পড়ে এমনই হচ্ছো । তাই দৌড় লাগানোর প্রয়োজন । বাকি গানে আছে মাম্মার মহিমা । তোমরা তো জেনেই গেছো যে জগদম্বা কাকে বলা হয়, বাস্তবে মাতা – পিতা কে ? মাতা – পিতা বললে জগদম্বা স্মরণে আসবে না । তিনি তো হলেন নিরাকার । এ কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । পিতা তো হলেন গড ফাদার, তিনি নিরাকার । মাতা তো নিরাকার হতে পারেন না । ফাদার হলেন নিরাকার, অবশ্যই তাঁকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা দেওয়ার জন্য এখানে আসতে হবে, নিজের পরিচয় দিতে । তাহলে অবশ্যই তাঁর মাতা চাই । তাহলে ব্রহ্মা এখন বড় মা হয়ে গেলেন । দাদা হলেন নিরাকার । এ কতো আশ্চর্যের জ্ঞান কিন্তু ইনি পুরুষ, কারণ মুখ বংশাবলী হবে, তাই না । এ খুবই আশ্চর্যের জ্ঞান । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের কতো গোপন রহস্য বোঝাচ্ছি । কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে মাতা – পিতা কে ? তারা মনে করে কৃষ্ণ । এখানেই তফাৎ । একেই বলা হয় একমাত্র ভুল । কাউকে তো নিমিত্ত হতেই হবে । কি ভুল হয়েছিলো যে ভারত এতো দুঃখী হয়েছিলো ? এখন তোমরা জানতে পারো, কে সব ভুলিয়ে দিয়েছে ? কি কারণ হয়েছিলো যে ভুলে গেছো ? বরাবর মায়া রাবণ তোমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে । বাবা যেমন করণকরাওনহার তেমনি মায়া

রাবণও করণকরাওনহার দুঃখ দাতা । মায়া রাবণ হলো করণকরাওনহার দুঃখদাতা আর শিববাবা হলেন করণকরাবনহার সুখদাতা । মায়া বাবার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয় । বাবা এখন নিজে বলছেন, হে আত্মারা, আমি তোমাদের বাবা, আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো । তোমরা আমার সন্তান, তোমাদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । আমরা বেহদের বাবার মত পাই ব্রহ্মার দ্বারা । গুরু ব্রহ্মা, এই কথা তো বলা হয় । এ তো হলো ভক্তিমার্গের মহিমা । গুরু ব্রহ্মা হলেন বিখ্যাত । ওরা আবার বলে দেয় ঈশ্বর সর্বব্যাপী । আগে আমরাও বুঝতাম যে, ওরা ঠিক বলছে । এখন আমরা বুঝতে পারি যে, মায়া ওদের দিয়ে এই কথা বলিয়েছে । মায়া নীচে নামিয়ে দেওয়ার জন্য ভুল করায়, আর বাবা ওপরে ওঠানোর জন্য নির্ভুল বানান । বাবা আমাদের খুব সুন্দর ভাগ্য বানিয়ে দেন । বাবাকে স্মরণ করতে হবে -- এ তো খুবই সহজ । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নিজেকে মাস্টার বীজরূপ মনে করে কর্মেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে নেওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

২) বিচার সাগর মন্থন করে খুশীতে থাকতে হবে আর খুশী খুশী পুরানো কর্মভোগ শোধ করতে হবে । নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি ।

বরদান : - মনকে ব্যস্ত রাখার বিদ্যার দ্বারা ব্যর্থের থেকে মুক্ত থেকে সমর্থ স্বরূপ ভব

আজকালকার দুনিয়ায় যেমন বড় পজিশনের মানুষ নিজের কার্যের দিনচর্যা সময় অনুযায়ী সেট করে, তেমনই তোমরা এই বিশ্বের নব নির্মাণের আধারমূর্ত, এই বেহদের ড্রামার হীরে অ্যাক্টর, তোমাদের জীবন হীরে তুল্য, তোমরাও তোমাদের মন এবং বুদ্ধিকে সমর্থ স্থিতিতে স্থিত করার প্রোগ্রাম সেট করো । মনকে ব্যস্ত রাখার কলা সম্পূর্ণ রীতিতে ব্যবহার করো তাহলেই ব্যর্থ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । কখনোই তোমরা আপসেট হবে না ।

স্লোগান : - ড্রামার প্রতিটি দৃশ্য দেখে হর্ষিত থাকো, তাহলে কখনোই ভালো বা খারাপের আকর্ষণে আসবে না ।